সর্বোচ্চ ২৮.৭°
সর্বনিম্ন ১৬.৫°
জলপাইগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭২ শতাংশ
শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ৯ নভেম্বর ২০১৮ তেরো

ভিড়ে ঠাসা ধূপগুড়ি

ধূপগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজো উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামল ধূপগুড়ির মণ্ডপগুলিতে। ভিড়ের ঠেলায় এদিন নাজেহাল হতে হয় ধূপগুড়ি ট্রাফিক বিভাগকে। ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে বহিরাগত দর্শনার্থীদেরও। এদিন কলেজ রোডের উপর সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের মোড় থেকেই গাড়ি বাইপাস করে দেয় ট্রাফিক বিভাগ। ফলে শহরের অনেক দূরে যানবাহন রেখে পায়ে হাঁটে মণ্ডপ দর্শন করতে হয় সাধারণ মানুষকে। জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) দিবাকর দাস সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক এদিন শহরের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ময়দানে নামেন।

(বাঁদিক থেকে) ধূপগুড়ির একটি পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। জলপাইগুড়ির চ্যালেঞ্জ ক্লাবের ভিড়। ময়নাগুড়ি মুনলাইট ক্লাবের প্রতিমা। ছবিগুলি তুলেছেন সপ্তর্ষি সরকার, সমীর ও বাণীব্রত চক্রবর্তী।

ফ্রি ওয়াইফাই নাকি ফ্রি পায়েস

ভাইফোঁটায় রেস্তোরাঁয় থাকছে রকমারি ডিশও

দিব্যেন্দু সিনহা • জলপাইগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ রাত পোহালেই ভাইফোঁটা। বাঙালির তেরো পার্বণের মধ্যে অন্যতম একটি পার্বণ। যদিও বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন এবং পুজো কমিটির দৌলতে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান এখন সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে ওই সংগঠন বা ক্লাবগুলি যেমন ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু করেছে, ঠিক একইভাবে এই ভাইফোঁটাকে কেন্দ্র করে ক্রেতা টানার প্রস্তুতি শুরু করেছে জলপাইগুড়ি শহরের বেশকিছু হোটেল এবং রেস্তোরাঁ। এক্ষেত্রে ভোজনরসিক বাঙালিদের জন্য বিশেষ ডিশের ব্যবস্থা যেমন করা হচ্ছে, তেমনই ক্রেতা টানতে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ছাড়। এমনকি শেষপাতে ফ্রিতে দই বা পায়েস খাওয়ানোর ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। রেস্তোরাঁ মালিকদের বক্তব্য, প্রতিযোগিতার এই বাজারে ক্রেতা ধরতে এটুকু ব্যবস্থা তো রাখতেই হবে।

জলপাইগুড়ি শহরের কদমতলা এলাকার একটি হোটেলের ম্যানেজার অরূপ গাঙ্গুলি জানালেন, ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে তাঁদের হোটেলে এবার স্পেশাল ডিশ হিসেবে থাকছে লাউ-চিংড়ি। এছাড়া থাকছে চার রকম মাছের বিশেষ আইটেম। আর প্রত্যেককে খাবারের শেষ পাতে বিনামূল্যে দেওয়া হবে পায়েস। রাত বেশি হলে প্রবীণদের গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রাখছে ক্লাব রোডের একটি রেস্তোরাঁ। ওই রেস্তোরাঁর তরফে জানানো হয়েছে, ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে তাদের এই বিশেষ ব্যবস্থা। আর এদিন স্পেশাল ডিশ হিসেবে চিকেন এবং মাটনের কিছু আইটেম থাকছে। এরমধ্যে রয়েছে মাটন কোলাপুরি, চিকেন সেলামি, চিকেন লা জবাব সহ একাধিক ডিশ। আবার ক্রেতাদের সুবিধার্থে ফ্রি ওয়াইফাইয়ের ব্যবস্থাও থাকছে।

ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বেগুনটারির একটি রেস্তোরাঁ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ভোর পর্যন্ত খোলা রাখার উদ্যোগ নিয়েছে মালিকপক্ষ। রেস্তোরাঁর মালিক শুভজিৎ দাস বলেন, 'বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে অধিকাংশ রেস্তোরাঁতেই খাবারের অর্ডার দিয়ে বসে থাকতে হয়। আবার বেশি রাত হলে খাবার পাওয়া যায় না। আমাদের এখানে যাতে সেই পরিস্থিতি না হয় সেজন্য সারা রাত রেস্তোরাঁ খোলা রাখা হচ্ছে। মেনুতে খুব একটা পরিবর্তন না হলেও স্পেশাল ডিশ হিসেবে থাকছে মাটন বাটার মশলা, হান্ডি বিরিয়ানি এবং শাহি পোলাও।'

ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে খাওয়ার শেষ পাতে ফ্রিতে দই খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখছে ডিবিসি রোডের একটি হোটেল। হোটেলের কর্ণধার ধ্রুব চক্রবর্তীর কথায়, তাঁর হোটেলে বাঙালির চিরাচরিত খাবার খাওয়ানো হয় বিশেষ অনুষ্ঠানগুলিতে। এবার ভাইফোঁটায় কাঁঠাল চিংড়ি, কাঁঠাল পোস্ত থাকছে বিশেষ আইটেম হিসেবে। এছাড়া পাঁঠা, মুরগির মাংস, চিতল মাছের বিভিন্ন আইটেম রাখা হবে। আবার আইটেম অনুসারে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও রয়েছে বলে জানালেন তিনি।

ঝোঁক বাড়ছে ড্রাইফ্রুটস, মিষ্টিতে

সৌরভ দেব • জলপাইগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ বাঙালির উৎসবের মরশুমের শেষ অনুষ্ঠান হল ভাইফোঁটা। জামাইষষ্ঠীর পর একমাত্র এই উৎসবেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া করে আমবাঙালি। আর বাঙালির এই ধরনের উৎসবে খাবারের পাতে মিষ্টি অন্যতম আইটেম। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন, যে কোনো উৎসবেই মিষ্টি মাস্ট। কিন্তু পুজোর মরশুমে মিষ্টির বিক্রি সবচাইতে বেশি। বিজয়াদশমী থেকে শুরু হয়ে দীপাবলি এবং ভাইফোঁটাতে মিষ্টির চাহিদা থাকে তুঙ্গে। আর এই উৎসবের দিনগুলোর কথা মাথায় রেখে মিষ্টি ব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন মিষ্টির সম্ভার নিয়ে হাজির হন, যার ব্যতিক্রম হয়নি এবারও। ইতিমধ্যে ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রকমারি মিষ্টি তৈরি করেছেন ব্যবসায়ীরা। তবে বাঙালির ট্র্যাডিশনাল মিষ্টির চাইতে এখন চাহিদা বাড়ছে ড্রাইফ্রুটস দিয়ে তৈরি মিষ্টির।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের একটা বড়ো অংশ কড়াপাকের মিষ্টি খেতে তেমন পছন্দ করে না। তাদের বেশি পছন্দ একটু কম পাকের মিষ্টি এবং ঝাল জাতীয় খাবার। অনেকেই এখন ক্যালোরি মেপে বা ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ মতোই খাওয়াদাওয়া করে থাকেন। এদের একটা বড়ো অংশের আবার বেশি পছন্দ ড্রাইফ্রুটস বা চকোলেট মিশ্রিত মিষ্টি। তাদের এই ধরনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ভাইফোঁটার বাজারে বেশ কিছু নতুন ধরনের মিষ্টি এনেছেন, যার মধ্যে অন্যতম রয়েছে জিমজ্যাম সন্দেশ, ক্যাডবেরি কাস্টার, আমন্ড বরফি, ডার্ক চকোলেট বরফি, ডার্ক চকোলেট বাট, কাজু পান, আনজির চাকরির মতো শুকনো মিষ্টি। অপরদিকে, যাঁরা একটু বেশি মিষ্টি ভালোবাসেন তাঁদের জন্য রয়েছে তোতা পুলি, বাটার স্কচ, মালাই আঙুরি, মালাই রোল জাতীয় মিষ্টি। তবে আধুনিক ড্রাইফ্রুটস মিষ্টি যতই আসুক, বাজারে বিকল্প নেই রসগোল্লা, পানতোয়া, কমলাভোগের মতো মিষ্টির। অন্যান্য মিষ্টির সঙ্গে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে ট্র্যাডিশনাল এই সমস্ত মিষ্টির। তবে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা দিনদিন বাড়তে থাকায় আগের তুলনায় এখন বিভিন্ন ধরনের সুগার ফ্রি মিষ্টি তৈরি করছেন ব্যবসায়ীরা।

শহরের ডিবিসি রোডের মিষ্টি ব্যবসায়ী বাবু ঘোষের কথায়, 'আমরা চেষ্টা করি বাঙালির প্রতিটি উৎসবে নতুন কিছু মিষ্টি বানিয়ে ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে। ভাইফোঁটাতে মিষ্টির ভালো চাহিদা থাকে। এই বছর ভাইফোঁটার জন্য আমরা বেশ কিছু নতুন মিষ্টি তৈরি করেছি। তার মধ্যে রয়েছে লিচু পোস্ত, আমসত্ত্ব রোল, জিমজ্যাম সন্দেশ, মালাই আঙুরি, শাহি ক্ষীরের সন্দেশ। এছাড়াও ডায়াবেটিক রোগীদের কথা মাথায় রেখে আমরা সুগার ফ্রি মিষ্টিও রাখছি।' শহরের অপর এক মিষ্টির দোকানের ম্যানেজার গৌতম মান্না বলেন, 'মিষ্টির বাজার শুরু হয়েছে বিজয়াদশমী থেকে। তবে এখন মানুষ শুকনো মিষ্টি এবং ড্রাইফ্রুটস মিষ্টি বেশি পছন্দ করছেন। আমরাই ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বেশ কিছু নতুন ধরনের মিষ্টি তৈরি করেছি, যার মধ্যে মোয়া চকোলেট রোল, বোম্বে চাকরি, আনজির চাকরি, গ্রিন ম্যাঙ্গো রোল, ম্যাঙ্গো রোল অন্যতম।'

ভাইফোঁটার আসর

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ কালীপুজোর মণ্ডপ চত্বরে বসছে ভাইফোঁটার আসর। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মের ১০০ জন ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবেন ১০০ জন বোন। প্রশংসনীয় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জলপাইগুড়ি কদমতলা পাটগোলার তৃণসাথী কালীপুজো কমিটি। পুজো কমিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা থাকছে। পুজোর মণ্ডপের সামনে সাংস্কৃতিক মঞ্চে সকাল সাড়ে নয়টায় সর্বধর্ম ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান হবে।

আগের দিনই বাজারে ছুটলেন অনেকে

দাম বাড়ার শঙ্কা

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ অনুষ্ঠানের দিন বাড়িতে বহু পদ রান্না না হলে বাঙালির যেন প্রাণ ভরে না। সম্প্রতি অনুষ্ঠানের দিনে হোটেল-রেস্তোরাঁর প্রতি বাঙালির ঝোঁক বাড়লেও একশ্রেণির মানুষ কিন্তু এখনও বাঙালিয়ানা ধরে রেখেছে। আর সেই অনুষ্ঠানটা যদি হয় ভাইফোঁটা, তবে তো কথাই নেই। ওইদিন সকলে মিলে হইচই করে রান্নাবান্না না করলে ষোলোকলা যেন পূর্ণ হয় না। যে কারণে ভাইফোঁটার একদিন আগে থেকেই গুছিয়ে বাজার করতে শুরু করেছেন গৃহকর্তারা।

বৃহস্পতিবার শহরের মাছবাজারগুলো ছিল জমজমাট। শুক্রবার ভাইফোঁটার দিন মাছ-মাংসের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এদিন সকাল থেকেই ব্যাগ হাতে বাজারে দেখা গিয়েছে অনেককে। শাকসবজির পাশাপাশি ছেলেমেয়ের পছন্দের মাছ কিনতে বাবা-মায়েরা হাজির হয়েছিলেন বাজারে। অন্যান্য অনুষ্ঠানে মাছের বাজার চড়া হলেও এখন মাছের আমদানি স্বাভাবিক থাকায় দাম নাকি তেমন বাড়েনি, এমনটাই দাবি ব্যবসায়ীদের। দিনবাজারের মাছ ব্যবসায়ী দীপঙ্কর গুপ্তা বলেন, 'ভাইফোঁটার জন্য এদিন বিক্রি বেশ ভালোই হয়েছে। অনেকের বাড়িতেই সকাল থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়ে যায়। যে কারণে এদিন অনেকেই ভাইফোঁটার বাজার সেরে রেখেছেন। তবে শুক্রবারও ভালো বাজার হবে বলে আমরা মনে করছি।'

মাছের দর

ইলিশ –	৭০০ – ১০০০ টাকা
পাবদা–	৫০০–৭০০ টাকা
আড়–	৫০০–৬০০ টাকা
চিতল–	৮০০–১০০০ টাকা
চিংড়ি (বড়ো)–	৬০০ টাকা
কাতল–	৩০০–৪০০ টাকা।

এদিন সকালে দিনবাজারে বাজার করতে এসে সেনপাড়ার বাসিন্দা গৌরী রায় বলেন, 'ছেলেমেয়েরা কেউ বিবাহ আবার কেউ চাকরি সূত্রে শহরের বাইরে থাকে। কিন্তু এই দিনে সকলেই বাড়িতে ফিরে আসে। একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয় বাড়িতে। অনুষ্ঠানের দিন বাইরে খাওয়া আমাদের বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। যে কারণে প্রতিবছরই বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হয়ে থাকে। তবে এখনকার ছেলেমেয়েরা মাছের থেকে বেশি মাংস পছন্দ করে। তাই মাছের পাশাপাশি শুক্রবার মাংস নিতে হবে।'

এদিন শহরের দিনবাজারে মাছের দর ছিল ইলিশ কেজি প্রতি ৭০০ থেকে ১০০০ টাকা, পাবদা ৫০০-৭০০ টাকা, আড় ৫০০-৬০০ টাকা, চিতল ৮০০-১০০০ টাকা, চিংড়ি (বড়ো) ৬০০ টাকা, কাতল ৩০০-৪০০ টাকা। জলপাইগুড়ি হোলসেল ফিশ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবু চৌধুরি বলেন, 'মাছের আমদানি স্বাভাবিক রয়েছে জলপাইগুড়ি পাইকারি বাজারে। যে কারণে ভাইফোঁটার বাজারে মাছের দাম বাড়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।'

অনলাইনের দোসর শপিংমল

গিফট বিক্রি নেই, হতাশ ব্যবসায়ীরা

জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ সাধারণত সামাজিক উৎসবগুলির সঙ্গে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি অনেকাংশেই যুক্ত। ব্যবসায়ীরা এই সামাজিক উৎসবগুলিকে সামনে রেখে বেশি অর্থ উপার্জন করে নিতে চান। কিন্তু বর্তমানে অনলাইন মার্কেটিং এবং শপিংমলের দৌলতে উপহার সামগ্রীর দোকানদাররা মার খাচ্ছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের বক্তব্য, সাধারণত ভ্যালেনটাইনস ডে, ফাদার্স ডে, মাদার্স ডে, ভাইফোঁটার মতো অনুষ্ঠানগুলিতে উপহার সামগ্রীর বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনলাইন কেনাকাটা বা শপিংমলগুলির দৌলতে সেখানেও ভাটার টান।

ফোঁটা হয়ে যাওয়ার পর ভাইবোনদের একে অপরকে উপহার দেওয়ার প্রথা দীর্ঘদিন থেকেই চলে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই এদিন জলপাইগুড়ি শহরের মার্চেন্ট রোড, ডিবিসি রোড, কদমতলার বিভিন্ন গিফট আইটেমের দোকানগুলিতে ভিড় থাকাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা ছিল অন্যরকম। দোকানদারদের বক্তব্য, ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বাচ্চাদের খেলনা কিছুটা বিক্রি হয়েছে। কিন্তু বড়োদের গিফট আইটেম বিক্রি গত বছরের তুলনায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কম। মার্চেন্ট রোডের একটি গিফট আইটেমের দোকানের কর্ণধার দিবাকর চৌধুরি জানান, উপহারের জন্য ডিনার সেট থেকে শুরু করে কাপ-প্লেটের সেট সহ বহু আইটেম তিনি বিক্রি করেন। প্রতিবছর ভাইফোঁটার দুদিন আগে থেকে গিফট বিক্রি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এবছর সেইভাবে ব্যবসা হয়নি। এর কারণ হিসেবে দীবাকরবাবু অনলাইনের সুবিধা এবং শপিংমলের বাড়বাড়ন্তকেই চিহ্নিত করছেন। গত বছরের তুলনায় এবছর তাঁর দোকানে ৩৫ শতাংশ কম বিক্রি হয়েছে।

ডিবিসি রোডের দোকানদার রত্নদীপ পাল জানান, কয়েক বছর আগেও ভাইফোঁটার মরশুমে দোকানে এতটাই ভিড় থাকত যে, খাওয়ার সময়ও পাওয়া যেত না। কিন্তু গত বছর থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। বর্তমানে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, ভালো ভালো গিফট আইটেম নিয়ে আসার পরও বিক্রি হচ্ছে না। গত বছর ভাইফোঁটায় কিছুটা বিক্রি হলেও এবছর তার ৫০ শতাংশও বিক্রি করা যায়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। রত্নদীপবাবুরও দাবি, শহরে বেশ কয়েকটি শপিংমল হয়ে যাওয়ার কারণে এই পরিস্থিতি। মলে গিফট আইটেমের দাম বেশি হলেও দেখনদারির কারণে মানুষ সেখানেই আকৃষ্ট হচ্ছে। তবে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ছোটোদের খেলনা বিক্রি হচ্ছে বলে জানান ডিবিসি রোডের একটি দোকানের মালিক রঞ্জিত সাহা। তাঁর দোকানে খেলনা জাতীয় গিফট আইটেম বেশি বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য আইটেমের বিক্রি তুলনামূলকভাবে কম। অনলাইন এবং শপিংমলের কারণে বিক্রি কমেছে বলেই মনে করছেন তিনি।